২৬/১০/২০০১

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২....

প্রেস মালিক সমিতির সংবাদ সম্মেলন

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে প্যাকেজ পদ্ধতি বাতিল করতে হবে

কাগজ প্রতিবেদক : ২০০২ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে নতুন প্রবর্তিত প্যাকেজ পদ্ধতি বাতিল করতে হবে এবং মাধ্যমিক স্তরে প্রকাশক নির্বাচনের জন্য যাচাই-বাছাইয়ের যে 'প্রি কোয়ালিফিকেশন কমিটি' করা হয়েছে, তাতে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশ প্রেস মালিক সমিতি গতকাল রোববার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানান। সাংবাদিকদের উদ্দেশে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান সমিতির সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম শাহ আলম। এ ছাড়া প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সাবেক মহাসচিব আবু তাহের, ইফতেখার আহমেদ বাবু এবং বাহাউদ্দিন ভূঁইয়া। প্রকাশক সমিতির নেতৃবৃন্দ জানান, প্যাকেজ পদ্ধতির কারণে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৫ কোটি বই ছাপাইয়ের দায়িত্ব পাচ্ছে দেশের সাড়ে সাতশ প্রেসের মধ্যে মাত্র দেড়শটি প্রেস। ফলে, এই ব্যবসায় নিয়োজিতরা যেমন অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি পাঠ্যপুস্তক ব্যক্তি বিশেষের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে।

তারা বলেন, মাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রেও নতুন যে প্রি কোয়ালিফিকেশন কমিটি গঠন করে যোগ্য প্রকাশক যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে, তাতে অভিজ্ঞ, প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রকাশককে রাখা হয়ন। নতুন প্রবর্তিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে তারা প্রশ্ন করেন এই টি সঠিক মানসম্পন্ন প্রকাশক যাচাই-বাছাই করতে পারবে কি?

উভয় স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তারা দাবি করেন '৯৬ পূর্ব পুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা।

প্রেস মালিক সমিতি বলেন, মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত এখন দুই স্তরের কোনোটিরও কাজ করার 'ওয়ার্ক অর্ডার' মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া যায়নি। আগামী দুই মাসের মধ্যে পদ্ধতি বহাল রেখে কাজ এগিয়ে গেলে গত শিক্ষাবর্ষের মতোই পাঠ্যপুস্তক সংকট কলেঙ্কারি তৈরি হবে। তারা বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণভাবেই শিক্ষা লয় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড দায়ী থাকবে।